দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ১ .....

বগুড়ার আযিযুল হক সরকারী কলেজ

এই কি শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়ার নমুনা!

- ছাত্র সংখ্যা ২২ হাজার
- হলগুলোতে সিট ৬৭৫টি
- শিক্ষক অপ্রতুল

আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ও লিমন বাশার, বগুড়া থেকে ॥ নানা সমস্যা ও সংকটে রয়েছে বগুড়া আযিযুল হক সরকারী কলেজ। কলেজে শিক্ষক স্বল্পতা স্থায়ী রূপ নিয়েছে। আবাসিক সংকটের মধ্যে ২২ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এ কলেজে অধ্যায়ন করছে। কলেজে ১৮টি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স চালু করা হলেও লেখাপড়ার সুযোগ-সুবিধা সুবিধাজনক পর্যায়ে উন্নিত করা হয়নি। শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে সব বিভাগেই। অনার্স কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কলেজে নেই সেমিনার রুম, ক্লাস রুম ও গবেষণাগার। তবুও ছাত্র-ছাত্রীরা অনার্সে ভর্তি হচ্ছে। পরীক্ষা দিচ্ছে এবং ভালভাবে পাসও করছে।

উত্তরবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী আযিযুল হক সরকারী কলেজ

শিল্প ও বাণিজ্য শহর হিসেবে খ্যাত উত্তর জনপদের প্রধান শহর বগুড়ার আযিযুল হক কলেজ শহরতলির ফুলবাড়িতে ১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৮ সালে কলেজটি সরকারীকরণ করার পর পুরাতন বগুড়ায় ৬১ একর ভূমির উপর নতুন ভবন নির্মাণ এবং ক্লাস শুরু হয়। মূল ভবনে প্রশাসনিক, শিক্ষক মিলনায়তন, ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক কমন রুম, জিমনাসিয়াম ও ১৩টি বিভাগের, ক্লাস রুম নিয়ে শুরু হয় বগুড়া আযিযুল হক সরকারী কলেজ। তিনটি ছাত্রাবাস পেরে বাংলা, শহীদ তিতুমীর ও বেগম রোকেয়া হলে ২২ হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ৬৭৫টি সিট রয়েছে। বেগম রোকেয়া হলে এক বেডে ২ জন ছাড়াও মেঝে জুড়ে ছাত্রী থাকছে ৭ শ'রও বেশী। আবাসিক সংকটে অনার্সের ছাত্র-ছাত্রীরা ঠিক মত লেখাপড়া করতে পারে না। অভিযোগ রয়েছে অনার্সে ছাত্র ভর্তির তালিকা করে ছাত্র সংগঠনগুলো। সেই তালিকা অনুযায়ী ভর্তি করা হয়। হলে ছাত্র ভর্তির দায়িত্বও পালন করে ছাত্র সংগঠন।

বগুড়ার ছাত্র সংগঠনগুলো বগুড়া আযিযুল হক সরকারী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় করার দাবীতে সোচ্চার। আযিযুল হক সরকারী কলেজের আবাসিক সংকটের কারণে কলেজ সংলগ্ন জহুরুল নগর, জামিলনগর এলাকায় বহু মেস (ছাত্রাবাস) গড়ে উঠেছে। ভাড়া করা বাড়ীতে সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রী মেসে থেকে ক্লাস করছে। শিক্ষক স্বল্পতায় ক্লাস না হলে ক্যাম্পাসে চলে জমপেশ আড্ডা। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন মিছিল-মিটিংয়ে ক্যাম্পাস মুখরিত করে রাখে।